اَلْجَبَّار

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

আল্লাহর সুন্দরতম ৯৯ নাম আসমাউল হুসনার ১০ম নাম 'আল জাব্বার' আজকের আলোচনার বিষয়।

'জাব্বার' শব্দটি পবিত্র কোরআন মাজিদে প্রায় সমস্ত আয়াতে মানুষের দাম্ভিক স্বৈরাচারী আচরণ বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়েছে। শুধু একবার আল্লাহ সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ তিনি প্রবল প্রচন্ড।

পবিত্র কুরআন মজিদে ইরশাদ হচ্ছে:

هُوَ اَللّٰهُ اَلَّذِى لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ اَلْمَلِكُ اَلْقُدُّوسُ اَلسَّلاَمُ اَلْمَؤْمِنُ اَلْمُهَيْمِنُ اَلْعَزِيْزُ اَلْجَبَّار ﴿٢٣﴾

সূরা আল হাশর ২৩ নং আয়াত -

তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনিই সর্বভৌম সম্রাট, তিনি সব ত্রুটি থেকে পবিত্র। তিনি শান্তিদাতা, তিনি নিরাপত্তা দাতা, তিনি একমাত্র রক্ষক, তিনি মহাশক্তিধর, তিনি প্রবল প্রচন্ড।

মানুষের স্বৈরাচারী আচরণ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

اَلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِيَ آيَاتِ اَللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اَللّٰهِ وَعِندَ اَلَّذِينَ آمَنُواْ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اَللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٣٥﴾

সূরা আল মুমিন ৩৫ নং আয়াত -

তারা আল্লাহর আয়াতের (নিদর্শন) ব্যাপারে বিবাদ করে, অথচ এ ব্যাপারে তাদের মতের স্বপক্ষে কোন সার্টিফিকেট আসেনি। আল্লাহর কাছে এবং ঈমানদারদের কাছে বড়ই ঘৃণা ও ক্রোধ উদ্রেককারী তাদের এ আচরণ। এভাবেই তিনি সীলমোহর মেরে দেন প্রত্যেক দাম্ভিক স্বৈরাচারীর কলবে।

ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ ও তিরমিজি হাদিস:

রাসূল সা: দুই সিজদার মাঝে দোয়া করতেন -
হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমার উপর করুণা বর্ষণ করুন, আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন, আমাকে সাহায্য করুন, আমাকে নিরাপত্তা দান করুন, আমার রুজিতে বরকত দান করুক এবং আমাকে উঁচু করুন।

আবু দাউদ শরীফের হাদিস:

রাসূল সা: রুকু ও সিজদায় দোয়া করতেন –
হে আল্লাহ কত নিখুঁত আপনি, সমস্ত ক্ষমতার (জাবারুত) মালিক আপনি, সমস্ত সার্বভৌমত্ব আপনার, মহত্ব ও আড়ম্বরতায় আপনি বিশাল।

আসুন, আচার-আচরণে, কথাবার্তায় আমরা দাম্ভিকতা ও স্বৈরাচারী স্বভাব পরিহার করি। 'আল জব্বার' আল্লাহ তা'আলার সাথে আমরা কাউকে শরিক না করি। 'আল জব্বার' আল্লাহ শিরকের পাপ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুক।

আমিন।

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।